জনশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৫০ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতা হরিশচন্দ্র রায় রাড়ুলী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটি বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়িটি ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত: সদর মহল ও অন্দর মহল। সদর মহলটি পুরুষদের বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়। সদর মহলটি চারটি ভাগে বিভক্ত। এর উত্তরাংশ মন্দির (পূজা মণ্ডপ) হিসেবে ব্যবহার করা হতো। মন্দিরে সর্বমোট আটটি মালটিফয়েল খিলান রয়েছে। মূলত মুসলিম এবং বৃটিশ স্থাপত্য শৈলির সমন্বয়ে ভবনটি নির্মিত। এর পূর্বদিকে একটি প্রাচীন পুকুর রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণের সময় পুকুরটি খনন করা হয়েছিল। ভবনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট (বাংলাদেশ গেজেট, ৭ নভেম্বর ১৯৯৬) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে বাড়িটির পূর্বের আদল ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লিখিত পুস্তক থেকে জানা যায় সদর মহলের উত্তর-পশ্চিম পাশে মহিলাদের বসবাসের জন্য একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় যা অন্দরমহল নামে পরিচিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় এই অন্দরমহলেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ সনে ২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অন্দরমহলটি সদর মহলের অনুরূপ স্থাপত্য নকশায় নির্মিত। অন্দর মহলটি দক্ষিণমুখী, এর বারান্দায় গোলাকার জোড়াখুটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ জোড়াখুটিগুলো সদরমহলের গোলাকার জোড়াখুটির অনুরূপ।

পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
সোমবার দুপুর ০২:০০টা থেকে
বিকাল ০৬:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
সোমবার দুপুর ০১:৩০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বসতবাড়ি

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী। মা ভুবনমোহিনী। প্রথম বাঙালি হিসেবে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গিলক্রাইস্ট স্কলারশীপ নিয়ে ইংল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিস্কার করেন। ১৮৯২ সনে তিনি নিজ অর্থায়নে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'-প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে বাগেরহাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যার বর্তমান নাম 'পিসি কলেজ'। তাঁর অর্থায়নে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবৃত্তি, গবেষণা পুরস্কার ও রসায়নাগার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। তিনি ১৮৮৯ থেকে ১৯৩৬ সুদীর্ঘ ৪৭ বছর অধ্যাপনা পেশায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত CIE ও Knight বা স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৪৪ সনের ১৬ জুন এই বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও অসাম্প্রদায়িক দেশ-দরদী মহামনিষী মৃত্যু বরণ করেন।

বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
(জীবন-কথা)

১৮৬১ ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট (বাংলা ১৮ শ্রাবণ ১২৬৮) খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৮৬৬ রাড়ুলী গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।

১৮৭০ আগস্ট মাসে কলকাতা গমন করেন।

১৮৭১ কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭২ দুরারোগ্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। বিদ্যোৎসাহী পিতা হরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করেন।

১৮৭৪ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭৮ কলকাতা এলবার্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন।

১৮৭৯ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন।

১৮৮১ মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮২ বি. এ অধ্যয়নের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

১৮৮২ 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গমন এবং ১৮৮৪ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে বি. এস ডিগ্রী লাভ করেন।

১৮৮৫ India before and after the Mutiny শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করায় পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হলেও গুণীজন কর্তৃক প্রশংসিত হন।

১৮৮৬ Essays of India শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত ও গুনীজন কর্তৃক প্রশংসিত হন।

১৮৮৭ ডি. এস. সি ডিগ্রি লাভ ও একই বছর Hope Prize বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৮৮ কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৮৯ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন।

১৮৯১ অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হন। পূজার ছুটিতে দেওঘর গমন করেন।

১৮৯২ দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন ও বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সূচনা করেন।

১৮৯৩ সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট ক্রয় করেন।

১৮৯৪ Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ তৈল ও ঘিতে ভেজাল সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন।

১৮৯৮ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর প্রস্তুতকৃত দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতার স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯০১ বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসকে বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করেন।

১৯০২ সরল প্রাণী বিজ্ঞান ও History of Hindu Chemistry - Vol I গ্রন্থ প্রকাশিতহয়।

১৯০৩ রাড়ুলী গ্রামে পিতা হরিশচন্দ্রের নামে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৯০৪ ইউরোপের গবেষণাগারসমূহ পরিদর্শনের জন্য সরকারী ব্যয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন।

১৯০৯ History of Hindu Chemistry- Vol II গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯১০ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন রাজশাহী অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯১১ The Congress of the Universities of the Empire হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। C. I. E উপাধি লাভ করেন ও ভারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি D. Sc. উপাধি লাভ করেন।

১৯১৪ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯১৬ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯১৭ ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯১৮ বাগেরহাটে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তী সময়ে পিসি কলেজ হিসেবে নামকরণ করা হয়। রাড়ুলী গ্রামের Education Society- কে দশ হাজার টাকা দান করেন।

১৯১৯ Knight বা স্যার উপাধি লাভ করেন।

১৯২০ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। চতুর্থবার ইংল্যান্ড গমন। খুলনায় রিলিফ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। নাগার্জুন পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

১৯২২ উত্তরবঙ্গে বন্যা ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। খাদি প্রতিষ্ঠানকে ৫০,০০০ টাকা দান করেন।

১৯২৩ Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠা ও প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। উৎকল প্রাদেশিক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। আহমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯২৫ সিউড়ী মেলার উদ্বোধন ও শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' অধ্যাপক হিসেবে এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। কোকনদে কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদন করেন।

১৯২৬ পঞ্চমবারের মতো ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।

১৯৩১ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। তাঁর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

১৯৩২ Life and Experiences of a Bengali Chemist গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ লন্ডনের Chemical Society এর অনারারি ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ ৭৫ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি-এর অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ পাটনা প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪১ তাঁর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে সিনেট হলে প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় এবং খুলনা শহরে খুলনাবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১৯৪৩ রাড়ুলী গ্রামে রাড়ুলীর অধিবাসীগণ তাঁকে সংবর্ধনা দেয়।

১৯৪৪ ১৬ জুন ১৯৪৪ সালে ৮৩ বছর বয়সে বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পরলোকগমন করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি

ল্যাবরেটরিতে গবেষণারত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

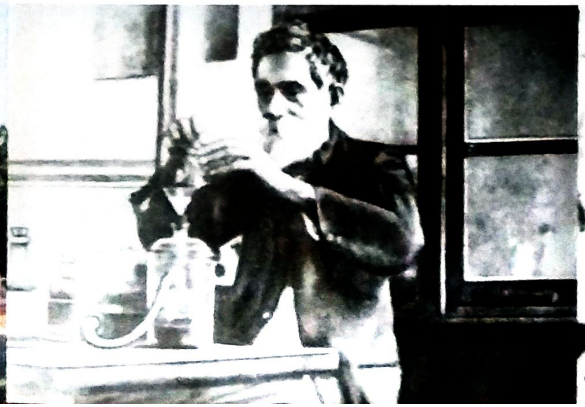

বৃটিশ ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি